যুগান্তর

তারিখ ... 7 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

অবৈধভাবে চলছে ৪৭ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

দেশের ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৭টিই চলছে 'অবৈধভাবে'। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগেই। বিশেষ করে ৫টির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১০ বছর আগে। যে চারটির বৈধতা রয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলোর কোন কোনটির পাঁচ বছর হয়নি। তবে কয়েকটি অবশ্য স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়তে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম রোববার বিকালে এ প্রতিবেদককে জানান, 'এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে বারবার হুঁশিয়ারি দেয়া হচ্ছে, মেয়াদ শেষ। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যান। তা না হলে সনদ বাতিল করা হবে। কিন্তু তারা কথা শুনছে না। তবে ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে সময় দিচ্ছি; কিন্তু কতদিন?' অধ্যাপক ইসলাম বলেন, 'আমরা নতুন আইনের অপেক্ষা করছি। নতুন আইনে তাদের (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) কিছুটা সহজ হবে। তখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে অ্যাকশনে যেতে হবে। বন্ধ করে দিতে হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, যারা নতুন আইনের পরিবর্তে আগের আইন ভালো বলছেন, তারা সেটি মেনে স্থায়ী সনদ নিতে পারেনি কেন? আসলে সেবার পরিবর্তে বাণিজ্যকেই বেশি প্রাধান্য দেয়ায় আইনের বিরোধিতা করছেন তারা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির সূত্রগুলো জানিয়েছে, 'বৈধতা হারানো এসব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের বিদ্যমান আইন অনেক ক্ষেত্রেই মানছে না। শিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগ সেগুলোর বিরুদ্ধে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এবং ১৯৯৮ (সংশোধিত) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেককে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। সে শর্ত পূরণ করেনি এরা। শুধু তাই নয়, স্থায়ী সনদ অর্জনের জন্য স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি গড়া, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠদানসহ শিক্ষার একটি আদর্শ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই এর ধারেকাছেও যেতে যায়নি। উপরন্তু শিক্ষার্থী-অভিভাবক প্রতারণা করে কিভাবে কাড়ি কাড়ি অর্থ আদায় করা যায়, সেই লক্ষ্যে আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ, স্টাডি সেন্টার, আউটরিচ সেন্টার, ভর্তি সেন্টার ইত্যাদি নানা নামে দেশব্যাপী সনদ বাণিজ্য করছে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমতি ছাড়া কিংবা একটির অনুমতি নিয়ে একাধিক ক্যাম্পাস যত্রতত্র গড়ে তুলেছে। সরকার তা গুটিয়ে নিতে বললে মামলা ঠুকে দেয়। এমনকি কথায় কথায় মামলা এবং উকিল নোটিশ দিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে :

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

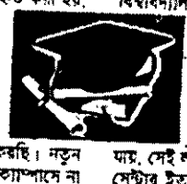

চলছে : অবৈধভাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেকর্ড পর্যন্ত গড়েছে। এভাবে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের মাধ্যমে চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা মঙ্গলবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এক জরুরি সভায় মিলিত হচ্ছেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ওই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় বৈধতা হারানো ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, তাদের সনদ ও আউটার ক্যাম্পাস-দূরশিক্ষণ বাণিজ্য এমনকি ভিআইপি সড়কের পাশ ও আবাসিক এলাকা থেকে ক্যাম্পাস গুটিয়ে নেয়ার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

আউটার ক্যাম্পাস

মন্ত্রণালয় বলছে, তারা ২০০১ সালে চারটি এবং পরবর্তীকালে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেয়। এগুলো হচ্ছে, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির চট্টগ্রাম শাখা, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে বিলুপ্ত) ঢাকা ক্যাম্পাস। পরে লিডিং ইউনিভার্সিটির ঢাকা এবং আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী ক্যাম্পাস অনুমোদন দেয়া হয়। এর বাইরে আর কোন ক্যাম্পাসের অনুমতি মন্ত্রণালয় দেয়নি। ২০০৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সরকার আউটার ক্যাম্পাস কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর কোন ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। যাদের ভর্তি করা হয়েছে, তারা শিক্ষাজীবন শেষ করলে কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু এরপরও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে বলে ইউজিসির কাছে প্রমাণ হয়েছে। জানা গেছে, অন্তত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ই রাজশাহী শহরে তাদের অবৈধ বাণিজ্য চালাচ্ছে। এছাড়া রংপুর, বগুড়া, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেটে শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মতে, 'অযাচিতভাবে বাংলাদেশের যত্রতত্র এমনকি দুর্গম/প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন কোন উপজেলায় পর্যন্ত আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের নামে আরআরসি, আউটরিচ, ভর্তি কেন্দ্র, তথাকেন্দ্র ইত্যাদি খুলে জনসেবার নামে সনদ বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়।'

দূরশিক্ষণ কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া ২০০৩ সালে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং শান্তা-মারিয়াম ইউনিভার্সিটিকে ইউজিসি দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়। কিন্তু এদের মধ্যে কেবল এশিয়ান ইউনিভার্সিটি শুধু বিএড প্রোগ্রামের অনুমতি নিয়ে ছয়টি প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। সাউথইস্ট এমবিএ'র অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তারা অনেক প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। একই অবস্থা শান্তা-মারিয়ামের ক্ষেত্রেও। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই তিনটির বাইরে আরও বেশকিছু দূরশিক্ষণ বাণিজ্য করছে।

আবাসিক এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়

ভিআইপি সড়ক ও আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাতারি গুটাতে সরকার গত বছরের ২৩ মার্চ সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ইউজিসি সবাইকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মামলা ঠুকে দেয়। কয়েকটি অবশ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মেনেছে। কিন্তু বেশিরভাগই থোরাই কেয়ার করছে। জানা গেছে, যানজটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সিদ্ধান্তটি ফের যানজট ইস্যু আলোচনায় আসায় জাতীয় সংসদের সভায় আবার আলোচিত হবে।

কোন আমলে কয়টি

মূলত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৬টি। ইউজিসি বলছে, বন্ধ করে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদালতের রায়ে আবার চালু হওয়ায় তাদের স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে ফের আইনি সমাধান না হওয়ার পর্যন্ত। এ পাঁচটি বাদ দেয়ার পরও ৪৯টিরই বৈধতা নেই। এর মধ্যে ১৩টির মেয়াদ শেষ হয়েছে এক যুগেরও বেশি সময় আগে। ১৯৯১-১৯৯৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে এই ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে আসার পর ২০০০ সাল পর্যন্ত চারটির অনুমতি দেয়। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি পায়। এগুলোর মধ্যে আশা ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় (গোপীবাগ) এবং অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়নি। আর মন্ত্রণালয়ের হিসাবে চট্টগ্রামের ইসলামী ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস রয়েছে। যাদের যেগুলোর ক্যাম্পাস রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তারা অনেকেই এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে জানায়নি। এদের মধ্যে আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। ঢাকার তেজগাঁওয়ে তাদের ক্যাম্পাস নির্মিত হয়েছে। নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, সম্প্রতি নিজস্ব ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেছে, তবে সেখানে এখনও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি। বসুন্ধরায় ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হচ্ছে। এছাড়া ইস্ট ওয়েস্ট, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জমি কিনেছে বলে দাবি করছে। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, যারা জমি কিনেছে বলে দাবি করছে, তাদের কারও জমি মালিকের নামে, আবার কারও জমি অন্য কোন সংস্থার নামে বলে তারা জানতে পেরেছেন।